প্রথম আলো

তারিখ ... 24 AUG 2009 ...

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

স্থায়ী শিক্ষক নেই, কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বারান্দায়

সুমন কুমার দাশ, সিলেট ●

শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দেড় বছরেও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্থায়ী কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। প্রেষণে নিযুক্ত ২০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে প্রতিষ্ঠানটি। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও পূর্ণাঙ্গভাবে কম্পিউটার ল্যাব চালু হয়নি। অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি অবহেলায় পড়ে আছে বারান্দায়।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৬ অক্টোবর আট একর জায়গার ওপর সিলেটের টিলাগড় এলাকায় কলেজটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কলেজটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালুর কথা থাকলেও শুরুতে শুধু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগটি চালু করা হয়। ২০০৮ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ওই বিভাগে দুটি ব্যাচে ৬০ জন করে মোট ১২০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। প্রেষণে পাঁচজন শিক্ষক ছাড়াও সাতজন খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে। স্থায়ী কোনো শিক্ষক না থাকায় শিক্ষকেরা পাঠদানের ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছেন বলে একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছেন।

কলেজে শিক্ষক সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে জনবল সংকট। কলেজটির নিয়োগ-নীতিমালা যন্ত্রণালয়ে অনুমোদন না হওয়ায় প্রেষণে নিযুক্ত শিক্ষকদের পাশাপাশি একজন কর্মকর্তা ও সাতজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব সমস্যার কারণে কলেজটির শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা পাচ্ছে না।

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য আনা যন্ত্রপাতিগুলো এভাবে অকেজো পড়ে আছে ● আলোকচিত্রী, সিলেট

শিক্ষার্থী ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গ্রন্থাগারিক পদে কেউ কর্মরত না থাকায় আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি চালু হয়নি। অথচ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে পাঁচ হাজার বই কেনা হয়েছে। এরপর থেকেই বইগুলো গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ কক্ষটিতে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু না হলেও এসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রায় চার কোটি টাকার ল্যাব-মেশিন ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। কিন্তু বিভাগ দুটি চালু না হওয়ায় ল্যাবের জন্য কেনা মূল্যবান এসব যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় কলেজের বারান্দায় ও কয়েকটি কক্ষে পড়ে আছে।

সরেজমিনে জানা যায়, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য ২৯২টি কম্পিউটার কেনা হয়েছে। লোকবল সংকটের কারণে ১০০টি কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। বাকিগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ না দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা ল্যাব ব্যবহার করতে পারছেন না।

কলেজে ইন্টারনেট না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষার্থী রাশেদুল আলম ও সাজিদ বলেন, 'কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছি। অথচ ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছি না। এ সমস্যার কারণে আমরা কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার করতে পারছি না।'

শিক্ষার্থী আ. রব ও মোহাম্মদ রায়হান হোসেন অভিযোগ করেন, কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত পানি সংযোগ না পাওয়ায় বাথরুমগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কলেজের রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রেষণে নিযুক্ত মো. সেলিম বলেন, 'শুধু লোকবল সংকটের কারণেই কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রমে হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠার এত বছর পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ-নীতিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় কলেজটিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না।'

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, আড়াই বছর ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। রাজস্ব খাতে নিয়োগের জন্য ৬৭টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আন্তশাখায় প্রক্রিয়াধীন।